শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন
প্লট-২৩-২৬, রোড-৪৬, গুলশান-২, ঢাকা।
www.dncc.gov.bd

২য় পরিষদের ১৬তম কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	:	মোঃ আতিকুল ইসলাম, মেয়র, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
তারিখ	:	৩০ ভাদ্র ১৪২৯ বঙ্গাব্দ ।। ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২২
সময়	:	সকাল ১০.০০ ঘটিকায়
স্থান	:	হল রুম ৬ষ্ঠ তলা, নগর ভবন, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২।

সভায় উপস্থিতির তালিকা পরিশিষ্ট "ক"

১.১ পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াতের মাধ্যমে সভার কার্যক্রম আরম্ভ করা হয়। কোরআন থেকে তেলওয়াত করেন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড নং ০৭ এর সম্মানিত কাউন্সিলর জনাব মোঃ তফাজ্জল হোসেন। অতপর সভার সভাপতি এবং ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র পূর্ণ মন্ত্রীর পদমর্যাদা লাভ করায় সভায় উপস্থিত সকলের পক্ষ হতে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা অভিনন্দন জানান। এ পর্যায়ে সভায় সূচনা বক্তব্য প্রদানের জন্য সভার সভাপতি মাননীয় মেয়র, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনকে অনুরোধ করা হয়।

১.২ সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য শুরু করেন। মন্ত্রীর পদমর্যাদা পাওয়ায় তিনি মহান রাব্বুল আলামিনের কাছে শুকরিয়া জানান এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ডিএনসিসি'র কর্পোরেশন সভা থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সেই সাথে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এর সকল অঙ্গ সংগঠনকে ধন্যবাদ জানান। অতপর তিনি বলেন, আজকের কর্পোরেশন সভা বরাবরের মতোই ফলপ্রসু হবে। এ সভার মাধ্যমে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দিক নির্দেশনা আসবে মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করে তিনি সূচনা বক্তব্য শেষ করেন।

১.৩ এ পর্যায়ে সভাপতির অনুমতিক্রমে সচিব, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এজেন্ডাভিত্তিক আলোচনা শুরু করেন। এজেন্ডাভিত্তিক আলোচনায় নিম্নরূপ আলোচনা হয়:

আলোচ্যসূচি-১	:	বিগত কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণ।
আলোচনা	:	বিগত ২৮ জুলাই ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত ২য় পরিষদের ১৫তম কর্পোরেশন (বাজেট) সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণের লক্ষ্যে পরিবর্তন/পরিমার্জনসহ কোন সংশোধনী প্রস্তাব থাকলে তা উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ জানানো হয়। কোন সংশোধনী প্রস্তাব না থাকায় ২য় পরিষদের ১৫তম কর্পোরেশন (বাজেট) সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণের বিষয়ে সভায় উপস্থিত সকলে একমত পোষণ করেন।
সিদ্ধান্ত	:	২য় পরিষদের ১৫ তম কর্পোরেশন (বাজেট) সভার কার্যবিবরণী দৃঢ় করার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বাস্তবায়ন	:	সচিব, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি-২	:	২য় পরিষদের ১৫ তম কর্পোরেশন (বাজেট) সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি।
আলোচনা	:	বিগত ২৮ জুলাই ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত ২য় পরিষদের ১৫ তম কর্পোরেশন (বাজেট) সভার বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করা হয় এবং গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের জন্য সকল বিভাগীয় প্রধান ও আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তাগণকে আহ্বান জানানো হয়।

		সভাপতি বিগত কর্পোরেশন সভায় বিবিধ-১৭ এ গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক ৫১ নং ওয়ার্ডের কর আদায় সংক্রান্ত জটিলতা নিরসন হয়েছে মর্মে সভাকে জানান। সেই সাথে ৫১ ওয়ার্ড থেকে কর আদায়ের তথ্য আগামী কর্পোরেশন সভায় উপস্থাপনের জন্য অর্থ ও সংস্থাপন স্থায়ী কমিটিকে অনুরোধ করেন।

আলোচ্যসূচি-৩	:	অনলাইন কাউন্সিলর সার্টিফিকেট 'প্রত্যয়ন' সিস্টেমটি ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের সকল ওয়ার্ডে একযোগে বাস্তবায়নের অনুমোদন প্রসঙ্গে।
আলোচনা	:	সিস্টেম এনালিস্ট সভাকে জানান যে, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অধীনে 'এটুআই' প্রোগ্রামের সার্ভিস ইনোভেশন ফান্ড প্রকল্পের সহযোগীতায় 'অলিভিন লিমিটেড' কর্তৃক উদ্ভাবিত "অনলাইন কাউন্সিলর সার্টিফিকেট বা প্রত্যয়ন" সিস্টেমটি ২০১৬ সাল হতে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে এ সিস্টেমটি ২টি সিটি কর্পোরেশন, ৩৬টি পৌরসভা ও ৫১০টি ইউনিয়ন পরিষদে চলমান আছে। উক্ত সিস্টেমের মাধ্যমে উত্তরাধিকার সনদ, চারিত্রিক সনদ, ভূমিহীন সনদ, বার্ষিক আয়ের সনদ, বেকারত্ব সনদ, বিবাহ ও জাতীয়তাসহ প্রায় ৩০ প্রকারের সনদ প্রদান করা হচ্ছে। এই সিস্টেমে এ পর্যন্ত (১১-০৯-২০২২) প্রায় ১,৬০,০০০টি সনদ ইস্যু হয়েছে।এছাড়া ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক চালুকৃত 'ই-নামজারি' সিস্টেমের সাথে 'প্রত্যয়ন' সিস্টেমের আন্ত:সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে। ফলে সহকারী কমিশনার (ভূমি) কর্তৃক উত্তরাধিকার সূত্রে ই-নামজারির আবেদন নিষ্পত্তির সময় স্বয়ংক্রিয়ভাবে 'প্রত্যয়ন' হতে উত্তরাধিকারগণের তথ্য যাচাই করতে পারেন। ফলশ্রুতিতে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত সকল প্রকার জালিয়াতি রোধ করা সম্ভব হয়েছে। বিষয়টি বিবেচনায় এনে ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক গত ১৭ জানুয়ারী ২০২২ খ্রি. তারিখের ৩১.০০.০০০০.০৪৬.৬৮.০১৭.১৬.২৩ নং স্মারকে দেশব্যাপি সকল ইউনিয়ন, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনে 'প্রত্যয়ন' সিস্টেমটি চালুকরণের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের জন্য মন্ত্রিপরিষদ সচিব বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে ০৩ ফেব্রুয়ারি ২০২২ খ্রি. তারিখের ০৪.০০.০০০০.৫১১.২৭.১৩৫.২০.৩০ নং স্মারকে 'প্রত্যয়ন' সিস্টেমটি দেশব্যাপী চালু করণের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগ বরাবর একটি পত্র প্রেরণ করলে, ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২২ খ্রি. তারিখের ৪৬.০০.০০০০.০৭০.১৮.০১১.২২-২১৮ নং স্মারকে স্থানীয় সরকার বিভাগ 'প্রত্যয়ন' সিস্টেমটি চালুকরণের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করে সিটি কর্পোরেশনসমূহে পত্র প্রেরণ করেন। তিনি আরও বলেন, 'প্রত্যয়ন' সিস্টেমটি মাইগভ (mygov.bd), ই-নামজারি (mutation.land.gov.bd), এন আই ডি ও জন্ম নিবন্ধন সার্ভারের সাথে ইতোমধ্যে আন্ত:সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে এবং সকল ডাটা ন্যাশনাল ডাটা সেন্টারে সংরক্ষিত। ফলে এই সিস্টেমে তথ্য সংরক্ষণ এবং যাচাই অনেক নির্ভরযোগ্য ও সহজসাধ্য যা যেকোনো প্রকার তথ্যের ঘাটতি অথবা জালিয়াতি থেকে নাগরিক, কাউন্সিলর ও ইউনিয়ন অফিস সমূহের জন্য নিম্নোক্ত সুবিধাসহ একটি নির্ভরযোগ্য মাধ্যম হিসেবে কাজ করবে: ▪ 'প্রত্যয়ন' সিস্টেমে একবার রেজিস্ট্রেশন করে কোন সনদ গ্রহন করে থাকলে পরবর্তীতে অন্য কোন সনদ গ্রহন করতে হলে দ্বিতীয়বার রেজিস্ট্রেশনের প্রয়োজন নেই। • নাগরিকের তথ্য এনআইডি ও জন্ম নিবন্ধন সার্ভার থেকে যাচাইকৃত ফলে 'প্রত্যয়ন' সিস্টেমটি অসাধু ব্যক্তি, সীমান্ত অনুপ্রবেশকারী ও রোহিঙ্গাদের সনদ প্রদান রোধে শতভাগ সহায়ক। • একই ব্যক্তির নামে শুধুমাত্র একটি উত্তরাধিকার সনদ ইস্যু হয়, ফলে উত্তরাধিকার সম্পদ বন্টনে জালিয়াতি রোধ সম্ভব। • সনদের ডাটা আজীবন সংরক্ষিত থাকবে এবং পরবর্তীতে অনলাইনের মাধ্যমে সঠিকতা যাচাই করা যাবে।

- সিস্টেমটি পরীক্ষিত, কপিরাইট সংরক্ষিত এবং দেশব্যাপী এখনই সম্প্রসারণযোগ্য।
- নাগরিকের আবেদন প্রক্রিয়ার সময়, খরচ ও যাতায়াত (TCV) কমে যাবে।
- এই সিস্টেমে একটি সনদ গ্রহন করতে হলে নাগরিক কর্তৃক ১৫/- টাকা সার্ভিস ফি ও সার্ভিস ফির ৩% ট্রানজেকশন ফি প্রদেয় হবে।
- দেশের বিভিন্ন অনলাইন পেমেন্ট প্লাটফর্ম যেমন, ডেবিট/ক্রেডিট কার্ড, MFS প্রভৃতির মাধ্যমে ফি পরিশোধযোগ্য।
- সকল তথ্য ঠিক থাকলে কাউন্সিলরের অনুমোদনক্রমে চূড়ান্ত সনদ ইস্যু করা সম্ভব হবে।

তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন নির্দেশনার প্রেক্ষিতে অনলাইন কাউন্সিলর সার্টিফিকেট 'প্রত্যয়ন' সিস্টেমটি ডিএনসিসি'র সকল ওয়ার্ডে একযোগে বাস্তবায়ন করার অনুমোদন প্রদানের জন্য সভায় উপস্থাপন করেন। এছাড়াও উল্লেখ করেন যে, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের সকল ওয়ার্ড অফিসে "প্রত্যয়ন" সিস্টেমটি চালুকরণে সিটি কর্পোরেশনের কোন আর্থিক ব্যয় হবে না। এ পদ্ধতিতে সনদ প্রাপ্তির জন্য শুধুমাত্র সার্ভিস চার্জ নাগরিকগণ কর্তৃক প্রদেয় হবে। এ ছাড়া সকল প্রকার কারিগরি সহায়তা প্রদানের জন্য এটুআই সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন মর্মে উল্লেখ করেন।

সৈয়দ হাসান নুর ইসলাম, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-৩২ আলোচনায় অংশগ্রহণ করে বলেন, বর্ণিত পদ্ধতি আধুনিক এবং যুগোপযোগী। এ পদ্ধতি চালু করতে হলে সকল কাউন্সিলরদের ডিজিটাল হতে হবে। তিনি বলেন, কাউন্সিলর কার্যালয়ে দক্ষ জনবলের অভাব। অনলাইনে ওয়ারিশান সনদের ভেরিফিকেশন কীভাবে সম্পন্ন করা হবে প্রশ্ন রেখে তিনি বলেন বর্তমানে বাড়িতে গিয়ে ভেরিফাই সম্পন্ন করা হয়, যা অনলাইনে সম্ভব না বলে তিনি মনে করেন। এছাড়াও তিনি বর্ণিত পদ্ধতিতে কাউন্সিলর সনদ প্রদানের জন্য উচ্চমানের কম্পিউটার, ইন্টারনেট এবং দক্ষ জনবল সরবরাহের প্রস্তাব করেন।

জনাব মোঃ ফরিদ আহমেদ, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-৫২ বলেন, ওয়ারিশান সনদ প্রদানের ক্ষেত্রে অনেক ওয়ারিশানদের নাম থাকে। সবার বিষয়ে যাচাই বাছাই করতে হয়। অনলাইনে এ বিষয়টি কীভাবে যাচাই বাছাই করা হবে তা তিনি সভায় জানতে চান।

জনাব মোঃ জামাল মোস্তফা, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-০৪ অনলাইন কাউন্সিলর সার্টিফিকেট 'প্রত্যয়ন' সিস্টেমটি ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের সকল ওয়ার্ডে একযোগে বাস্তবায়নের বিষয়টি যাচাই বাছাই করার জন্য কমিটি গঠনের অনুরোধ করেন।

জনাব দেওয়ান আবদুল মান্নান, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১১ বলেন, অনলাইনে অনিয়ম হওয়ার সুযোগ অত্যন্ত কম। অনলাইন সনদ প্রদানের ক্ষেত্রে জাতীয় পরিচয়পত্র এবং জন্মনিবন্ধন এর তথ্য সমন্বয় করা হয়। তথ্য গোপন করার কোন সুযোগ নাই। তিনি নতুন পদ্ধতির সমর্থন জানিয়ে উক্ত পদ্ধতি বাস্তবায়নের জন্য দক্ষ জনবল, উচ্চমানের কম্পিউটার ও দ্রুত গতির ইন্টারনেট সরবরাহ নিশ্চিতের অনুরোধ জানান।

সভাপতি বলেন, বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনলাইনে কাউন্সিলর সনদ প্রদানের বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। স্থানীয় সরকার বিভাগও উক্ত নির্দেশনা বাস্তবায়নের নির্দেশ প্রদান করেছে। তিনি আরও বলেন, অনলাইনে কাউন্সিলর সনদ প্রদানের পদ্ধতি বাস্তবায়নে কী কী বাধা আসতে পারে তা নির্ধারণ করতে হবে। সে অনুযায়ী সমাধানের পথ বের করা হবে। ডিজিটাল বাংলাদেশে জনগণকে নির্বিঘ্নে সেবা প্রদানের জন্য এ পদ্ধতি অবশ্যই বাস্তবায়ন করতে হবে। ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে ডিএনসিসি'র সকল অনলাইন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সকল সম্মানিত কাউন্সিলরের অনকূলে ইতোমধ্যে কম্পিউটার, স্ক্যানার ও প্রিন্টার ক্রয়ের জন্য ৬০,০০০/- টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া 'প্রত্যয়ন' সিষ্টেম চালুকরণের পূর্বে সকল সম্মানিতি কাউন্সিলর ও ওয়ার্ড সচিবদের বিস্তারিত প্রশিক্ষণ প্রদান

		করা হবে। অতপর তিনি অনলাইন কাউন্সিলর সার্টিফিকেট 'প্রত্যয়ন' সিস্টেমটি ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের সকল ওয়ার্ডে একযোগে বাস্তবায়নের জন্য পদ্ধতিটি যাচাই বাছাই করে সুপারিশসহ পরবর্তী সভায় উপস্থাপনের জন্য "বাজার মূল্য পর্যবেক্ষণ, মনিটরিং ও নিয়ন্ত্রণ স্থায়ী কমিটি"কে অনুরোধ করেন।
সিদ্ধান্ত	:	অনলাইন কাউন্সিলর সার্টিফিকেট 'প্রত্যয়ন' সিস্টেমটি ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের সকল ওয়ার্ডে একযোগে বাস্তবায়নের জন্য পদ্ধতিটি যাচাই বাছাই করে সুপারিশসহ "বাজার মূল্য পর্যবেক্ষণ, মনিটরিং ও নিয়ন্ত্রণ স্থায়ী কমিটি" পরবর্তী কর্পোরেশন সভায় উপস্থাপন করবে।
বাস্তবায়ন	:	১. বাজার মূল্য পর্যবেক্ষণ, মনিটরিং ও নিয়ন্ত্রণ স্থায়ী কমিটি, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন। ২. সিস্টেম এনালিস্ট, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি-৪	:	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন সকল ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ট্রেড লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়নের ক্ষেত্রে ভেন্ডর প্রতিষ্ঠানের ফি ও ডিএনসিসি'র বিবিধ ফি আদায় প্রসঙ্গে।
আলোচনা	:	প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা সভাকে জানান যে, ডিএনসিসি'র আওতাধীন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি ট্রেড লাইসেন্সের জন্য ২৭০/- (দুইশত সত্তর) টাকা খরচ TIL কর্তৃক নির্ধারণ করা হয়। যার মধ্যে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের অনুকূলে ৫০.০০ টাকা এবং অবশিষ্ট ২২০.০০ টাকা ট্রেড লাইসেন্স কাগজ, প্রিন্ট, পরিবহন ও অন্যান্য খরচ বাবদ সেনাসদর, জিএস শাখা, আইটি পরিদপ্তরের অনুকূলে (ব্যাংক একাউন্টঃ তথ্য প্রযুক্তি প্রকল্প তহবিল, হিসাব নম্বর-০০২২-০২১০০২০৩১৮, ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড, মিলেনিয়াম শাখা) জমা করার ব্যাপারে নির্দেশনা সংশ্লিষ্ট ব্যাংক/আর্থিকপ্রতিষ্ঠান/মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিস প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে নির্দেশনা প্রদানের জন্য পত্র প্রেরণের নিমিত্ত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সভায় উপস্থাপন করেন। তিনি আরও বলেন, গত ০৫ জুলাই, ২০২২খ্রি. মাননীয় মেয়র এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ২য় পরিষদের ১৪ম কর্পোরেশন সভায় ডিএনসিসি'র বিবিধ ফি ৫০০ (পাঁচশত) টাকা আদায় করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত বিবিধ ফি এবং TIL কর্তৃক প্রদানকৃত ৫০.০০ টাকা রাজস্ব বিভাগের "বিবিধ ফি" খাত হিসাবে ব্যাংক একাউন্ট খুলে জমা প্রদানে সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা-কে নির্দেশনা প্রদানের জন্য পত্র প্রেরণের নিমিত্ত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সভায় উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, গত ০৪/০৭/২০২২খ্রি. প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় ডিএনসিসি'র এলাকাধীন ব্যবসা, বৃত্তি, পেশা বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের সপসাইন ও অন্যান্য সাইনবোর্ড ফি (কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান ব্যতিত) সিটি কর্পোরেশন আদর্শ কর তফসিল, ২০১৬ অনুযায়ী পে-অর্ডার (মেয়র, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন) গ্রহণ পূর্বক সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর চলতি হিসাব নং-০১১৬৪০৩০০০০৫১ এ জমা প্রদানসহ মূল টাকার ১৫% ভ্যাট চালানের ফটোকপি (সংশ্লিষ্ট ভ্যাট খাতে জমাকরণ পূর্বক) সংরক্ষণ ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিকট প্রেরণ করার জন্য কর কর্মকর্তাগণকে (বিবিধ আদায় শাখা) নির্দেশনা প্রদানের জন্য পত্র প্রেরণের নির্দেশনা প্রদানের জন্য আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সভায় উপস্থাপন করেন । জনাব মোঃ আনিছুর রহমান নাইম, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-৪৯ বলেন, কর প্রদানের জন্য অনেকে আঞ্চলিক কার্যালয়ে যেতে চায় না, কাউন্সিলর কার্যালয়ে আসে। কর্পোরেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরও প্রতি বাড়িতে যাওয়ার সুযোগ নেই মর্মে তিনি সভাকে জানান। তিনি ওয়ার্ডের আয় থেকে ওয়ার্ডের ব্যয় নির্বাহের অনুমতি প্রদানের প্রস্তাব করেন । রাজস্ব বিভাগের কর্মচারীরা কাউন্সিলরদের সাথে সমন্বয় করেনা উল্লেখ করে রাজস্ব আদায়ের জন্য

		কাউন্সিলরদের সম্পৃক্ত করে টিম গঠনের অনুরোধ করেন। এছাড়াও তিনি ট্রেড লাইসেন্স ইস্যু এবং হোল্ডিং ট্যাক্স আদায়ের দায়িত্ব কাউন্সিলরদের প্রদানের জন্য অনুরোধ করেন। সভাপতি বলেন, জনগণের দুর্ভোগ লাঘবে এবং সকলকে করের আওতায় আনার জন্য কর্পোরেশন কর্তৃক বিভিন্ন আধুনিক পদ্ধতির বাস্তবায়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। হোল্ডিং ট্যাক্স প্রদানকারীদের তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। পর্যায়ক্রমে ট্রেড লাইসেন্স এবং নয়াবাদীর তথ্য সংগ্রহ করা হবে।
সিদ্ধান্ত	:	ক) ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে প্রতিটি ট্রেড লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর "ট্রাস্ট ইনোভেশন লিমিটেড" এর ফি অর্থাৎ কাগজ (160gsm, A4, wove cream & diamond white paper), প্রিন্ট, পরিবহন ও অন্যান্য খরচ বাবদ ২৭০/- (দুইশত সত্তর) টাকা (যার মধ্যে ট্রাস্ট ইনোভেশন লিমিটেড ২২০/- (দুইশত বিশ) টাকা এবং ৫০/- (পঞ্চাশ) টাকা ডিএনসিসি প্রাপ্য হবেন) Online এর মাধ্যমে আদায়ের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পুরাতন লাইসেন্সধারীদের ক্ষেত্রে নবায়নকালে কেবলমাত্র ১ম বার ২৭০/- গ্রহণ করা আবশ্যক। নতুন লাইসেন্সধারীদের ক্ষেত্রে নবায়নকালে ২৭০/- গ্রহণ করার প্রয়োজন নেই। নির্ধারিত ভ্যাট চালান এবং উৎস কর (AIT) সরকার নির্ধারিত কোডে জমা প্রদান করতে হবে। খ) ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ২য় পরিষদের ১৪তম কর্পোরেশন সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক "ট্রেড লাইসেন্স বিবিধ ফি" বাবদ ৫০০/-(পাঁচশত) টাকা Online এর মাধ্যমে আদায়ের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। গ) ডিএনসিসি'র এলাকাধীন ব্যবসা, বৃত্তি, পেশা বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের সপসাইন ও অন্যান্য সাইনবোর্ড ফি (কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান ব্যতিত) সিটি কর্পোরেশন আদর্শ কর তফসিল, ২০১৬ অনুযায়ী পে-অর্ডার (মেয়র, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন) গ্রহণ পূর্বক সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর চলতি হিসাব নং-০১১৬৪০৩০০০০৫১ এ জমা প্রদানসহ মূল টাকার ১৫% ভ্যাট চালানের ফটোকপি (সংশ্লিষ্ট ভ্যাট খাতে জমাকরণ পূর্বক) সংরক্ষণ ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিকট প্রেরণ করার জন্য কর কর্মকর্তাগণকে (বিবিধ আদায় শাখা) নির্দেশনা প্রদানের বিষয়ে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বাস্তবায়ন	:	প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

২.০ বিবিধ:

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বিবিধ আলোচনার শুরুতে সভার উদ্দেশ্যে বলেন, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি) কর্তৃক সুলভ মূল্যে পণ্য বিক্রির জন্য সরবরাহকৃত ফ্যামিলি কার্ডগুলোর বিষয়ে নিম্নোক্ত নির্দেশনা রয়েছে:

- অবশিষ্ট ফ্যামিলি কার্ডের তালিকা আইন অনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে।
- অবিতরণকৃত মুদ্রিত ফ্যামিলি কার্ডগুলো দ্রুততম সময়ের মধ্যে বিতরণ করতে হবে।
- যেসকল মুদ্রিত কার্ডগুলোতে ভুল রয়েছে সেগুলো সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয় জমা প্রদান করে পরবর্তীতে নতুন করে ইস্যু করতে হবে।

তিনি আরও বলেন, ফ্যামিলি কার্ড বিতরণে কোন ধরনের অনিয়ম হয়েছে কী না বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক তদন্ত করা হবে। ডিএনসিসিতে ফ্যামিলি কার্ড বিতরণের বিষয়ে কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত কমিটির সভা করে কার্ড বিতরণে কোন ভুল হয়ে থাকলে তা সংশোধন করার অনুরোধ করেন।

সভাপতি, ডিলার কর্তৃক নির্ধারিত পণ্য সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি)'কে পত্র প্রেরণের পরামর্শ প্রদান করেন।

এ পর্যায়ে উপস্থিত সকল কাউন্সিলরগণ সড়ক বাতি (LED) এবং সড়ক বাতির পোল নিয়ে বিভিন্ন অভিযোগ করেন।

প্রধান প্রকৌশলী বলেন, বিশ্বের সবচেয়ে উন্নতমানের বাতি প্রস্তুতকারক ফিলিপস কোম্পানি থেকে ১০ বছরের গ্যারান্টিসহ বাতি ক্রয় করা হয়েছে। এ বাতি নষ্টের কারণ জানার জন্য তাদের সাথে যোগাযোগ করা হয়। বিএমটিএফ কর্তৃক স্থাপিত পোলগুলোয় কোন বাতি নষ্ট হয়নি। ডেসকো, ডিপিডিসি কর্তৃক স্থাপিত পোলগুলোতে আর্থিং নাই। বাতিগুলো অতিরিক্ত ভোল্টেজ এর জন্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। বিষয়টি সমাধানের চেষ্টা করা হচ্ছে মর্মে তিনি সভাকে জানান।

সভাপতি সম্মানিত কাউন্সিলরগণকে ওয়ার্ডের রাস্তাভিত্তিক এলইডি বাতি এবং পোল এর তথ্য প্রদানের অনুরোধ করেন। এছাড়াও সড়ক বাতির দামসহ বিস্তারিত তথ্য আগামী কর্পোরেশন সভায় উপস্থাপনের পরামর্শ প্রদান করেন।

জনাব মোঃ জাকির হোসেন, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১৮ সভার সভাপতিকে মন্ত্রী পদমর্যদার এবং মানারাত ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির বোর্ডের চেয়ারম্যান হওয়ায় অভিনন্দন জানান। তিনি সভায় উপস্থিত সকলের উদ্দেশ্যে বলেন, বর্জ্য সংগ্রহের ব্যাপারে সভায় প্রস্তাব রাখা হবে। বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ বিষয়ে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

জনাব ডি.এম শামীম, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-৫০ বলেন, ডিএনসিসি'র নতুন অন্তর্ভুক্ত এলাকার ১৮ টি কাউন্সিলরা বিপদে রয়েছে। তিনি বলেন, জনগণ যে উন্নয়নের আশা আকাঙ্খা নিয়ে ভোট দিয়েছিলো তা দৃশ্যমান হচ্ছেনা। নতুন ওয়ার্ডসমূহে উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করার অনুরোধ করেন।

জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-৩৯ তার ওয়ার্ডে উন্নয়ন কার্যক্রম আরম্ভ করার জন্য ওয়ার্ডবাসীর পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানান। এছাড়াও বাজেট অনুযায়ী কাজ করার এবং কাজ যেন থেমে না থাকে সে বিষয়টি লক্ষ্য রাখার জন্য অনুরোধ করেন।

সভাপতি নতুন ওয়ার্ডসমূহে প্রজেক্ট বাস্তবায়নের দায়িত্বে থাকা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সাথে নতুন ১৮ টি ওয়ার্ডের কাউন্সিলরসহ প্রধান প্রকৌশলীকে সভা আয়োজন করার পরামর্শ প্রদান করেন। উক্ত সভায় প্রজেক্টের বিস্তারিত বিষয় প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে সকলে অবগত হবেন। সেই সাথে এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যাদি আগামী কর্পোরেশন সভায় উপস্থাপনের অনুরোধ করেন।

জনাব মোঃ তাইজুল ইসলাম চৌধুরী (বাপ্পি), সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-০৬ বলেন, তার ওয়ার্ডের রাস্তা এবং ড্রেনেজ অবস্থা খুবই খারাপ। বৃষ্টির মধ্যে জনগন অনেক দুর্ভোগ পোহাচ্ছে। রাস্তা ও ড্রেনেজ ব্যবস্থা দ্রুত সংস্কারের অনুরোধ জানান। এছাড়াও ইস্টার্ন হাউজিং এর মেইন রোড, বেরিবাধ থেকে রুপনগর ১৬ নং রোড এবং আলাউদ্দি গ্রাম এর রোডটি দ্রুততম সময়ের মধ্যে নির্মাণের অনুরোধ করেন।

সভাপতি বলেন, ইস্টার্ন হাউজিং এর রাস্তার বিষয়ে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় কর্তৃক পাশকৃত প্রকল্পে রয়েছে। একনেকের সভায় চূড়ান্তভাবে পাশের পর কার্যক্রম শুরু করা হবে। আলাউদ্দি গ্রামের রোডের কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণের জন্য প্রধান প্রকৌশলীর সাথে সভা করার পরামর্শ প্রদান করেন।

জনাব শাহিন আক্তার সাথী, সম্মানিত কাউন্সিলর, সংরক্ষিত আসন নং-১১ বলেন, ৩০ নং ওয়ার্ডে একটি কালভার্ট/ব্রিজের জন্য গত সভায় অনুরোধ জানিয়েছেন। অদ্যাবধি কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়নি। তিনি বলেন, জনগণ বাশের সাকো দিয়ে চলাচল করছে। বিষয়টি দ্রুত সমাধানের অনুরোধ জানান।

সভাপতি ৩০ নং ওয়ার্ডে কালভার্ট/ব্রিজ নির্মাণের বিষয়ে প্রকৌশল বিভাগের সাথে সভা করে কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণের পরামর্শ প্রদান করেন।

জনাব জাকিয়া সুলতানা, সম্মানিত কাউন্সিলর, সংরক্ষিত আসন নং-১৭ বলেন, হাজী ক্যাম্প, কসাইবাড়ী এবং আজমপুর কাঁচাবাজার এলাকায় ট্রাফিক জ্যামের কারণে জনগণ দুর্ভোগ পোহাচ্ছে। তিনি বলেন, এসব এলাকায় হজের সময়ে ট্রাফিক পুলিশ নিয়োজিত করা হতো। ট্রাফিক জ্যাম নিয়ন্ত্রণে থাকতে। তিনি হাজী ক্যাম্প, কসাইবাড়ী এবং আজমপুর কাচাবাজার এলাকায় ট্রাফিক পুলিশ নিয়োজিতকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ করেন।

সভাপতি, হাজী ক্যাম্প, কসাইবাড়ী এবং আজমপুর কাচাবাজার এলাকায় ট্রাফিক পুলিশ নিয়োজিতকরণের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ডিসি (ট্রাফিক)কে পত্র প্রেরণ করা হবে মর্মে জানান।

জনাব শেখ সেলিম, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-৩৮ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের নতুন অন্তর্ভুক্ত ১৮ টি ওয়ার্ডে ARB বোর্ড গঠনের জন্য অনুরোধ জানান।

সভাপতি বলেন, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের নতুন অন্তর্ভুক্ত ১৮ টি ওয়ার্ডে দ্রুততম সময়ের মধ্যে ARB বোর্ড গঠন করা হবে। এ বিষয়ে রাজস্ব বিভাগকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানান।

জনাব মোঃ ইসহাক মিয়া, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১৭ বলেন, গত সভায় খিলক্ষেত রেলগেট থেকে মান্নান প্লাজা পর্যন্ত রাস্তা অবৈধ দখল উচ্ছেদের অনুরোধ জানিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি উচ্ছেদ কার্যক্রমের স্থায়ী কোন পরিকল্পনা দেখছেন না মর্মে সভাকে জানান। এছাড়াও তিনি বলেন, প্রতিটি ওয়ার্ডে ভোটার তালিকা হালনাগাদ করা হচ্ছে। ভোটার হতে প্রত্যয়ন ও জন্ম সনদ প্রয়োজন হয়। জন্মসনদের সার্ভার ত্রুটির জন্য সময়মতো সনদ পাচ্ছে না জনগণ। বিষয়টি সুরাহা করার জন্য অনুরোধ করেন।

সভাপতি বলেন, সরকার কর্তৃক জনশুমারি পরিচালনা করা হয়েছে। ডিএনসিসিতে ৫৪ লক্ষ জনগন বসবাস করে মর্মে জনশুমারির মাধ্যমে জানা গিয়েছে। পরিসংখ্যান বিভাগকে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড অনুযায়ী জনসংখ্যার তথ্যাদি প্রদানের জন্য পত্র প্রেরণ করা হবে।

জনাব আসিফ আহমেদ, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-৩৩ বলেন, তার ওয়ার্ডটি অন্যতম বড় ওয়ার্ড। তিনি বলেন, বছিলাতে এসটিএস ছিলো, সড়ক ও জনপথ বিভাগ এসটিএসটি ভেঙ্গে ফেলেছে। তার ওয়ার্ডের ময়লা ফেলার জায়গা নেই। ময়লা জমে থাকে, জনগণের নিকট জবাবদিহি করতে হয়। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের জায়গা রয়েছে উল্লেখ করে তিনি দ্রুততম সময়ের মধ্যে তার ওয়ার্ডে এসটিএস নির্মাণের অনুরোধ করেন।

তিনি আরও বলেন, তার ওয়ার্ডের বর্জ্য সংগ্রহের জন্য বরাদ্দকৃত গাড়িগুলো নষ্ট হয়ে পড়ে আছে। গাড়িগুলোর বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের অনুরোধ করেন।

সভাপতি এসটিএস এর জায়গার জন্য সড়ক ও জনপথ বিভাগের সঙ্গে আলোচনা করার পরামর্শ প্রদান করেন। তিনি বলেন, প্রয়োজনে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এ বিষয়ে সহযোগিতা করবে। ওয়ার্ডের বর্জ্য সংগ্রহের গাড়ির ব্যবস্থা করা হবে মর্মে তিনি জানান।

সভাপতি আরও বলেন, ডিএনসিসি'তে ট্রাক রাখার জায়গা নেই। ট্রাক স্ট্যান্ড নির্মাণের জন্য বিটিসিএল কর্তৃপক্ষের খালি জায়গা ডিএনসিসি বরাবর হস্তান্তরের নিমিত্ত প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা পত্র প্রেরণ করেছেন। জনাব মোঃ সফিউল্লা, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-২৪ কে বিটিসিএল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সভা করে বিষয়টি দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য তিনি অনুরোধ করেন।

জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-৩১ বলেন, দুই বাড়ির মাঝের ম্যাথর প্যাসেজের নাম পরিবর্তন করে সার্ভিস প্যাসেজ নামকরণ করা হয়েছে। কিন্তু এ প্যাসেজগুলোর বিষয়ে স্থায়ী কোন কার্যক্রম গৃহীত হচ্ছেনা। বৃষ্টির পানি জমে এসব প্যাসেজ থেকে মানুষের বসতবাড়িতে পানি উঠছে। এ বিষয়টি দ্রুত সমাধানের অনুরোধ জানান। ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে মাননীয় মেয়রের ভূমিকাকে তিনি প্রশংসা করেন।

জনাব মোঃ সফিকুল (সফিক), সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-৪৪ বলেন, প্রতি ওয়ার্ডে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ওএমএস রেশন শপ রয়েছে। যেখানে স্বল্পমূল্যে সরকার কর্তৃক নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য জনগণকে সরবরাহ করা হয়। কিন্তু ওএমএস রেশন শপ থেকে জনগণকে ঠিকমতো পন্য সরবরাহ করা হচ্ছেনা। রেশন শপের পণ্য অধিক মুনাফার লোভে বাইরে বিক্রি করে দিচ্ছে। তিনি বলেন, সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের অনুরোধ জানান।

এছাড়াও তিনি চামুরখান বাজার হতে উত্তরখান থানা এবং কাচকুড়া বাজার হতে দক্ষিণপাড়ার মাথা পর্যন্ত ব্রিক সলিং করে দেওয়ার অনুরোধ করেন। এতে করে ৪৪, ৪৫ এবং ৪৬ নং ওয়ার্ডের জনগণ উপকৃত হবে মর্মে সভাকে জানান।

সভাপতি বলেন, ওএমএস রেশন শপের ব্যাপারে খাদ্য মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হবে। পত্রে সরবরাহকৃত মালামালের বিস্তারিত তথ্যাদি ওয়ার্ড কাউন্সিলরদের অবগত করার বিষয়টি উল্লেখ করা হবে।

জনাব মোঃ আবুল কাসেম মোল্লা (আকাশ), সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-০৮ বলেন, বিশিল খ ব্লকের রোডে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়েছে। রাস্তাটি সংস্কার করা না হলে যে কোন সময় ভূমিধ্বস হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে মর্মে তিনি সভাকে জানান।

জনাব মোঃ আনিছুর রহমান, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-৪৯ তার ওয়ার্ডের উন্নয়ন কার্যক্রম শুরু করার জন্য ওয়ার্ডবাসীর পক্ষ থেকে বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি তার ওয়ার্ডে বোচারটেক এলাকায় জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হচ্ছে উল্লেখ করে জলাবদ্ধতা নিরসনের পদক্ষেপ গ্রহণের অনুরোধ করেন। রেল গেইট কোয়ার্টার এবং সিভিল এভিয়েশন অডিটোরিয়ামের মাঝখানের রাস্তার ড্রেনেজ ব্যবস্থা চালুর প্রকল্প গ্রহণের অনুরোধ জানান।

তিনি আরও বলেন, ৪৮ ও ৪৯ নম্বর ওয়ার্ডের ০২ (দুই) টি সরকারি সংযোগ সড়ক আশিয়ান সিটি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অবৈধভাবে দখল করে বন্ধ করে রাখা হয়েছে। রাস্তা ০২ (দুই) টি অবমুক্ত করে সংস্কার করা হলে জনগণের যাতায়াতে সুবিধা হবে। তিনি রাস্তা ০২ (দুই)টি দ্রুত অবমুক্ত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ করেন।

সভাপতি বলেন, বিশ ফুট রাস্তার কম প্রশস্ত রাস্তায় কর্পোরেশন কর্তৃক উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হবেনা। রাজউক কর্তৃক সরবরাহকৃত নকশা অনুযায়ী রাস্তায় কোন স্থাপনা যেন না থাকে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখার জন্য গুরুত্বারোপ করেন। তিনি অবৈধ দখলকৃত রাস্তা নকশা অনুযায়ী উদ্ধারে সম্পত্তি বিভাগ, আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা এবং কাউন্সিলরগণকে সমন্বয় করে কাজ করার অনুরোধ করেন। এছাড়াও রাস্তা উদ্ধারের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে পত্র প্রেরণের পরামর্শ প্রদান করেন।

২.১ বিবিধ সিদ্ধান্ত:

বিস্তারিত আলোচনা শেষে সভায় নিম্নবর্ণিত বিবিধ সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

ক্রম	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
১.	৫১ ওয়ার্ড থেকে কর আদায়ের বিস্তারিত তথ্য আগামী কর্পোরেশন সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	অর্থ ও সংস্থাপন স্থায়ী কমিটি প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা
২.	ফ্যামিলি কার্ডধারীদের ডিলার কর্তৃক নির্ধারিত পণ্য সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি)কে পত্র প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান সমাজ কল্যাণ ও বস্তিউন্নয়ন কর্মকর্তা।
৩.	ক) সম্মানিত কাউন্সিলরগণ তার ওয়ার্ডের রাস্তাভিত্তিক এলইডি বাতি এবং পোল এর তথ্য প্রদান করবে। খ) সড়ক বাতির দামসহ বিস্তারিত তথ্য আগামী কর্পোরেশন সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	সম্মানিত কাউন্সিলর (সকল) প্রধান প্রকৌশলী
৪.	নতুন ওয়ার্ডসমূহে প্রজেক্ট বাস্তবায়নের দায়িত্বে থাকা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সাথে ১৮ টি ওয়ার্ডের কাউন্সিলরসহ প্রধান প্রকৌশলী দ্রুততম সময়ের মধ্যে সভা আয়োজন করবে। এছাড়াও নতুন ওয়ার্ডসমূহে প্রজেক্ট বাস্তবায়নের বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যাদি আগামী কর্পোরেশন সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী
৫.	হাজী ক্যাম্প, কসাইবাড়ী এবং আজমপুর কাঁচাবাজার এলাকায় ট্রাফিক পুলিশ নিয়োজিতকরণের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ডিসি (ট্রাফিক)কে পত্র প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (টিইসি)
৬.	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের নতুন অন্তর্ভুক্ত ১৮ টি ওয়ার্ডে দ্রুততম সময়ের মধ্যে ARB বোর্ড গঠন করতে হবে।	প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা
৭.	ক) বিশ ফুট রাস্তার কম প্রশস্ত রাস্তায় কর্পোরেশন কর্তৃক উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা যাবেনা। খ) রাজউক কর্তৃক সরবরাহকৃত নকশা অনুযায়ী রাস্তা উদ্ধারে সম্পত্তি বিভাগ, আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা এবং কাউন্সিলরগণকে সমন্বয় করে কাজ করতে হবে। এছাড়াও রাস্তা উদ্ধারের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে পত্র প্রেরণের মাধ্যমে অবগত করতে হবে।	সম্মানিত কাউন্সিলর (সকল) প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা (সকল)
৮.	আশিয়ান সিটি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দখলকৃত ৪৮ ও ৪৯ নম্বর ওয়ার্ডের ০২ (দুই) টি সরকারি সংযোগ সড়ক দখলমুক্ত করতে উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করতে হবে।	আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, অঞ্চল-০১

৩.০ এ পর্যায়ে প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা সভাপতির অনুমতিক্রমে "ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন ওয়ার্ডসমূহ হতে গৃহস্থালী বর্জ্য সংগ্রহ সংক্রান্ত TOR সংশোধনী প্রস্তাব সভায় উপস্থাপন করেন।

ডিসেম্বর ২০২০ এ অনুমোদিত PWCSP TOR এর সংশোধনী প্রস্তাবে প্রস্তাবিত মূল পরিবর্তনসমূহ নিম্নরূপ:

- ৩। প্রতি ওয়ার্ডের জন্য উন্মুক্ত দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে একটি ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করা।
- ৫। দরপত্র আহবানের মাধ্যমে ০২ (দুই) বছরের জন্য ঠিকাদার/সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করা হবে।
- ১২। বর্জ্য সংগ্রহ ও পরিবহন সময়

সকাল ১০.০০ ঘটিকা হতে বিকাল ০৪.০০ ঘটিকা পর্যন্ত (বিকাল ৪.০০ ঘটিকার পরে কোন বাড়ি হতে বর্জ্য সংগ্রহ করা যাবে না)। তবে কাজের সুবিধার্থে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারিত সময়ে বর্জ্য সংগ্রহ ও পরিবহন কার্যক্রম নিশ্চিত করতে হবে।

- ১৪। কার্যাদেশের জামানত ও বাৎসরিক ফি:

  ক) ১-৩৬ নং ওয়ার্ডের কাজের জন্য চুক্তি সম্পাদন ও কার্যাদেশ প্রদানের পূর্বে ফেরতযোগ্য জামানত হিসেবে মেয়র, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এর অনুকূলে ১২,০০০০০/- (বার লক্ষ) টাকা এবং ৩৭-৫৪ নং ওয়ার্ডের কাজের জন্য ৬০০০০০/- (ছয় লক্ষ) টাকার পে অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট জমা দিতে হবে।

  খ) ১-৩৬ নং ওয়ার্ডের কাজের জন্য চুক্তি সম্পাদন ও কার্যাদেশ প্রদানের পূর্ব অফেরতযোগ্য বাৎসরিক ফি অগ্রিম হিসেবে মেয়র, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এর অনুকূলে ১২,০০০০০/- (বার লক্ষ) টাকা এবং ৩৭-৫৪ নং ওয়ার্ডের কাজের জন্য বাৎসরিক ফি ৬০০০০০/- (ছয় লক্ষ) টাকার পে অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট জমা দিতে হবে।

- ১৫। মাসিক ফি আদায়:

  নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান প্রতিটি বাসা-বাড়ি/ফ্ল্যাট/দোকানপাট/ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হতে নিম্নোক্ত হারে মাসিক ফি আদায় করবে :

  ক। টাইপ "এ": ওয়ার্ড নং-১-৩৬ পর্যন্ত : ১০০ (একশত) টাকা।

  খ। টাইপ "বি" ওয়ার্ড নং-৩৭-৫৪ পর্যন্ত: ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা।

সভাপতি বলেন, নির্ধারিত মূল্যের বাইরে অতিরিক্ত কোন টাকা নেওয়া যাবেনা। সম্মানিত কাউন্সিলরগণ এ বিষয়টি নিশ্চিত করবেন মর্মে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

৩.১ সিদ্ধান্তঃ

ক) TOR এর ১৭ নং "দরপরত্রে অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানকে নিম্নোক্ত সনদসমূহ দরপত্রের সহিত আবশ্যিকভাবে জমা প্রদান করতে হবে" শিরোনামের অনুচ্ছেদে "ছ) সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের সম্মানিত সাধারন ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মহোদয়ের নিকট থেকে সংযুক্ত ছক ১ মোতাবেক বর্জ্য সংগ্রহের কাজে যোগ্যতার প্রত্যয়নপত্র" ও "জ) অভিজ্ঞতা সনদ" সংযোজন হবে এবং সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের সম্মানিত সাধারন ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মহোদয়ের থেকে বর্জ্য সংগ্রহের কাজে যোগ্যতার প্রত্যয়নপত্রটি দরপত্রের সাথে জমা না দিলে দরপত্রটি সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে।

খ) TOR এর ১৪ নং অনুচ্ছেদে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন ওয়ার্ডসমূহ হতে গৃহস্থালী বর্জ্য সংগ্রহ সংক্রান্ত TOR এ কার্যাদেশের ফেরতযোগ্য জামানত ১-৩৬ নং ওয়ার্ডের কাজের জন্য ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা ও ৩৭-৫৪ নং ওয়ার্ডের কাজের জন্য ৬,০০০০০/- (ছয় লক্ষ) টাকা এবং অফেরতযোগ্য বাৎসরিক ফি ১-৩৬ নং ওয়ার্ডের কাজের জন্য ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা এবং ৩৭-৫৪ নং ওয়ার্ডের কাজের জন্য ৬,০০,০০০/- (ছয় লক্ষ) টাকা নির্ধারণসহ উপস্থাপিত সকল সংশোধনী সর্বসম্মতভাবে অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৪.০ সভায় উপস্থিত সকলের উদ্দেশ্যে সভাপতি বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তিনি সৌজন্য স্বাক্ষাৎ করেছেন। স্বাক্ষাৎকালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের উদ্দেশ্যে অনুশাসন প্রদান করেছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসনসমূহ নিম্নরূপ:

- ডিএনসিসি'র আওতাধীন এলাকায় থানার সামনে জব্দকৃত গাড়ি জমা থাকবে না। দ্রুত পদক্ষেপ নিয়ে জব্দকৃত গাড়িগুলো থানার সামনে থেকে সরাতে হবে।
- ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনকে স্বনির্ভর হতে হবে।
- জাতীয় নির্বাচনের আগে রাজধানীর কারওয়ান বাজার স্থানান্তর করতে হবে।

- ❖ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এলাকায় খাসজমির তথ্য দিতে হবে। খেলার মাঠ নির্মাণের জন্য খাসজমিসমূহ ডিএনসিসি বরাবর হস্তান্তর করা হবে।
- ❖ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনে বসবাসরত বিহারীদের জাতীয় নির্বাচনের আগে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- ❖ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বেসরকারি বা ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরিচালিত বাজারগুলো ডিএনসিসি কর্তৃক অধিগ্রহণ করে পরিচালনা করতে হবে।
- ❖ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এলাকায় রিক্সাসমূহকে কিউ.আর কোড সম্বলিত লাইসেন্স প্রদান করতে হবে।
- ❖ মেট্রোরেলের উত্তরা থেকে মিরপুর পর্যন্ত কানেক্টিভিটি রোড এবং ইউনাইটেড হাসপাতালের সামনে থেকে ক্যান্টনমেন্ট পর্যন্ত ০২ (দুই)টি রোড নির্মাণ করতে হবে।

৪.১ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন বাস্তবায়নে নিম্নরূপ কার্যক্রম গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

ক্রম	গৃহীত কার্যক্রম	বাস্তবায়ন
১.	ডিএনসিসি'র আওতাধীন এলাকায় থানার সামনে জমা রাখা জব্দকৃত গাড়িগুলো অপসারণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা (সকল)
২.	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনকে স্বনির্ভর হতে হবে।	সম্মানিত কাউন্সিলর (সকল) বিভাগীয় প্রধান (সকল)
৩.	ক) কারওয়ান বাজার স্থানান্তরের জন্য সম্মানিত কাউন্সিলর ওয়ার্ড নং-২৬ জনাব শামীম হাসান সংশ্লিষ্ট সকলকে নিয়ে সভা আহ্বান করবেন এবং দ্রুততম সময়ের মধ্যে কারওয়ান বাজার স্থানান্তরের রোডম্যাপ তৈরি করবেন। খ) দ্রুততম সময়ের মধ্যে কারওয়ান বাজার গাবতলী ও যাত্রাবাড়ীতে স্থানান্তর করতে হবে।	সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-০৯ ও ২৬ আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, অঞ্চল-৫
৪.	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ওয়ার্ডভিত্তিক খাসজমির তালিকা প্রদান করতে হবে।	সম্মানিত কাউন্সিলর (সকল) প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা
৫.	ক) ডিএনসিসি'র আওতাধীন মিরপুরে বসবাসরত বিহারীদের দ্রুততম সময়ের মধ্যে পুর্নবাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। খ) সংশ্লিষ্ট এলাকার মাননীয় সংসদ সদস্যদের সাথে সমন্বয় করে উক্ত এলাকার কাউন্সিলরগণ বিহারীদের পুনর্বাসনের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করবে। গ) বিহারীদের স্থানান্তর/পুনর্বাসনের জন্য জায়গা নির্ধারণের নিমিত্ত ওয়ার্ডভিত্তিক খাস জমিসমূহের তালিকা জরুরি ভিত্তিতে দাখিল করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-৩, ৪, ৬ এবং ৩২ আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, অঞ্চল-২ ও ৪
৬.	সংসদীয় আসন ঢাকা-১৬ এবং ঢাকা-১৮ এলাকার সরকারি খাসজমির তথ্যাদি সংগ্রহপূর্বক সম্পত্তি বিভাগে দাখিল করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট সম্মানিত কাউন্সিলর প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা
৭.	ক) ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বেসরকারি বা ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরিচালিত বাজারগুলো ডিএনসিসি অধিগ্রহণ করে পরিচালনা করবে। খ) সম্মানিত কাউন্সিলর ও আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তাগণ বেসরকারি বা ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরিচালিত বাজারের তালিকা প্রদান করবে।	সম্মানিত কাউন্সিলর (সকল) প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা (সকল)
৮.	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এলাকায় রিক্সাসমূহকে কিউ.আর কোড সম্বলিত লাইসেন্স আওতায় আনা হবে। ডিএনসিসি'র আওতাধীন রিক্সার গ্যারেজের মালিকদের সঙ্গে সভা করে বিষয়টি	সম্মানিত কাউন্সিলর (সকল)

	তাদের অবহিত করতে হবে।	
৯.	মেট্রোরেলের উত্তরা থেকে মিরপুর পর্যন্ত কানেক্টিভিটি রোড এবং ইউনাইটেড হাসপাতালের সামনে থেকে ক্যান্টনমেন্ট পর্যন্ত ০২ (দুই)টি রোড নির্মাণের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।	প্রকৌশল বিভাগ

আর কোন আলোচনা না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মোঃ আতিকুল ইসলাম
মেয়র
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন
ও
সভাপতি
কর্পোরেশন সভা

নং: ৪৬.১০.০০০০.০০৬.০৬.২৬৩.২০- ৫৭৬

তারিখ: 02/10/2022 খ্রিঃ

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো: (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
২. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। মন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য।
৩. সম্মানিত কাউন্সিলর, সাধারণ ওয়ার্ড নং ..../সংরক্ষিত আসন নং ...., ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৪. বিভাগীয় প্রধান (সকল), ... ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৫. আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা (সকল), অঞ্চল .... ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন আগামী ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে সচিব দপ্তরে দাখিল করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

৬. মেয়র মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য তাঁর একান্ত সচিব, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৭. সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। সিনিয়র সচিব মহোদয়েরসদয়অবগতির জন্য।
৮. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সকল), ... ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৯. প্রকল্প পরিচালক (সকল), ... ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
১০. সিস্টেম এনালিস্ট, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন। ডিএনসিসি'র ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো।
১১. নির্বাহী প্রকৌশলী, ... (সকল), ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
১২. কর কর্মকর্তা, ... (সকল), ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
১৩. সহকারী স্বাস্থ্য কর্মকর্তা .... (সকল), ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
১৪. সহকারী প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা, ... (সকল), ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
১৫. সহকারী সচিব, সংস্থাপন শাখা-১, ২, সাধারণ প্রশাসন শাখা ও প্রশিক্ষণ কোষ, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
১৬. অফিস কপি।

02/10/2022

মোহাম্মদ মাসুদ আলম ছিদ্দিক
সচিব (যুগ্মসচিব)
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।